ধারাবাহিক উপন্যাস

(পর্ব ১ ও ২)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-১-

মনোয়ারা বেগম রান্না করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দুপুর গড়িয়ে গেছে। এ বাড়ীতে দুপুরের খাবার দেরী করেই হয় বরাবর। তদুপরি আজ খাবারের তাড়া নাই। স্বামী তরিকুল আলম অফিসের কাজে রাঙ্গামাটিতে। মেয়ে নীতুর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। সে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরেছে প্রায় দুপুর করে। রাস্তা দিয়ে হকার সুর করে ডেকে যাচ্ছে, ত...র...কারী নি...বে...ন, ত...র...কারী....। সামনের দালানের কার্নিশ বেয়ে , উঁকি দিচ্ছে এক টুকরা পাণ্ডুর রোদ। আকাশে অনেক মেঘের ভিড়ে, ঝুলে আছে এক টুকরা নীল।

আজ শ্রাবনের কত তারিখ? ঠিক মনে পড়ছে না মনোয়ারা বেগমের। সতের কি আঠার? দুর ছাই, কিছুই মনে থাকে না আজকাল।

বাতাসে জলের ঘ্রান। দুরে কোথাও কি বৃষ্টি হচ্ছে?

মনোয়ারা বেগম চুলায় মাছ ভাজছিলেন। গরম তেলে মাছ ছাড়বার ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ হচ্ছে।

যে ছুটা বুয়াটা সকালে ঘর-টর ঝাট দিয়ে যায়, কাপড় চোপড় ধুয়ে দিয়ে যায়, আজ সে আসেনি। সে জন্য সকাল থেকেই মনোয়ারা বেগমের মেজাজটা খিটখিটে হয়ে আছে। ব্যাপারটা নতুন নয়। আজকাল গার্মেন্টিসগুলো হওয়াতে বুয়াদের পোয়াবারো। ওরা প্রায়ই কাজে ফাঁকি দেয়। ওদেরকে কিছু বলাও যায়না। বললে, ওরাই উল্টা জবাব দিয়ে দেয়, আপনের বাড়ীত আর কাম করুমনা।

মনোয়ারা বেগম রান্না করতে করতে আবোল তাবোল ভাবতে থাকেন। জীবনের কতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। স্বামী তরিকুল আলম পেশায় ছিলেন শিক্ষক, সরকারী কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষক। মোটামুটি নাম ডাক ছিল, লোকজন প্রফেসর সাহেব বলে সমীহ করতো। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। কোথা থেকে ঝোঁক চাপলো, জীবনটা বোরিং হয়ে যাচ্ছে। সেই সকালে যাও, ছাত্র ঠেঙাও দিন ভর। তা ছাড়া, আলম সাহেব না বললেও মনোয়ারা বেগম আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে পেরেছেন, কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে দিনকে দিন। আলম সাহেব ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিতে পারছিলেন না।এ জন্যই হয়তো দুরে সরতে চেয়েছিলেন শিক্ষকতা থেকে।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে শেষমেশ বন বিভাগে গবেষনা অফিসারের একটা চাকরী মিলল। বেতন মোটামুটি একই। তবে, পোষ্টিংটা ঢাকায়। তাতেই মনোয়ারা বেগম খুশী। ঢাকায় থাকা হবে। কিন্তু সে খুশীটা দুঃখে পরিনত হতে বেশী সময় লাগলো না। যে বেতনে কুমিল্লা শহরে মোটামুটি ভাল ভাবে চলা যোতো, তাতে ঢাকা শহরে মাস কাটানো কষ্টকর হয়ে উঠলো।

তরিকুল আলম সাহেব নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। মাসের শেষে বেতনটা মনোয়ারা বেগমের হাতে দিয়েই খালাস। সংসার চালাতে গিয়ে মনোয়ারা বেগমের নাভিশ্বাস। তবুও দেখতে দেখতে ঢাকা শহরে

কেমন করে দশটা বছর কেটে গেল। অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে লোন নিয়ে, দেশের বাড়ীর জমি বিক্রি করে শেষমেশ কোনমতে মীরপুরে এই মাথা গোজবার ঠাঁইটুকু জোগাড় হয়েছে। একটা পাঁচতলা ভবনের পাঁচ তলায়, এক হাজার বর্গফুটের একটা ইউনিট। স্বামী, এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে দুঃখ সুখের নীড়।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। অসময়ে কে এল আবার? কলিংবেল তো আছে। সেটা কি কাজ করছে না? আশেপাশের ইউনিটের কেউ হলে কলিংবেল বাজানোর কথা। তিনি এসব ভাবতে ভাবতেই দরজা থেকে একটা কন্ঠ স্বর ভেসে এলো।

মাগো..., চাইরডা ভিক্ষা দেন মা। একটা ভিক্ষুকের আর্ত কন্ঠ।

ছোট মাপের বাড়ী হলেও, এ' দালানে সিকিউরিটি আছে রাত দিন। অপরিচিত কেউ এলে সিকিউরিটির লোক ইন্টারকমে সম্মতি নিয়ে অতিথিদের উপরে আসতে দেয়। ভিক্ষুকরা যেহেতু অতিথি নয়, তারা নীচেই ঠেকে যায়। উপরে উঠার ভাগ্য ওদের আর হয়ে উঠেনা।

ঠিকা বুয়া আসেনি বলে এমনিতেই মনোয়ারা বেগমের মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল। বিরক্তির উপর বিরক্তি। সিকিউরিটি গার্ড গুলোও আজকাল ফাঁকি দেওয়া শুরু করেছে। ওরা ঠিকমত ডিউটি করলে ভিক্ষুকরা উপরে উঠে আসে কি করে? সিকিউরিটির লোকদের ধমক দেয়া দরকার। চুলায় রান্না রেখে উনি নড়তেও পরছেন না। আবার দরজার কড়া নড়ছে। সেই হেঁড়ে গলায় সুর করে বলছে,

আম্মাগো..., চাইরডা ভিক্ষা দেন মা।

নীতু, নীতু। চিৎকার করে মেয়েকে ডাকেন তিনি।

নীতু টেলিফোনে বান্ধবী চুমকির সাথে কথা বলছিল। অতসীর বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল ওদের। অতসী ওদের ক্লাসমেট এবং দু জনেরই প্রিয় বান্ধবী। দু সাপ্তাহ পর ওর গায়ে হলুদ ও বিয়ে। যেহেতু নীতুর রুচিজ্ঞান ভাল এবং বন্ধুদের সাহায্যের ব্যাপারে সে সবসময় এক পায়ে খাড়া, অতসীর বিয়ের শাড়ী কেনার সব ভার পড়েছে ওর উপর।

নীতু ফোন নিয়ে এতই নিমগ্ন যে, মায়ের ডাক ওর কানে পৌঁছায়না, কিংবা পৌঁছালেও, পাত্তা দেয়না সে। এতে আরও ক্ষেপে যান মনোয়ারা বেগম।

নীতু। রেগে আরো জোরে চিৎকার করে উঠেন তিনি।

কি হয়েছে মা, চিৎকার করছ কেন? রিসিভার হাতে রেখেই বলে নীতু।

দারোয়ান গুলোকে জিজ্ঞেস করতো, এসব ফকির টকিরকে উপরে আসতে দেয় কেন? ওদেরকে কি ঘুমানোর জন্য মাসে মাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ডদের দারোয়ান বললে ওরা রেগে যায়। এখন মেজাজ খারাপ বলে মনোয়ারা বেগমের মুখ দিয়ে ওই শব্দটাই বেরিয়ে এলো।

ওসব পরে জিজ্ঞেস করলেও চলবে মা, এখন লোকটাকে বিদায় করলেইতো হয়।

আমার হাত খালি নেই। তুই লোকটাকে কিছু দিয়ে বিদায় কর।

অতসি, একটু ধর। জ্বালানোর আর সময় পায় না। কোথা থেকে এক ফকির এসে ঘ্যান ঘ্যান করছে দরজায়। লোকটাকে বিদায় করে আসি।

বিরক্ত হয়ে টেলিফোন রেখে উঠে আসে নীতু । একটা দু টাকার নোট হাতে নিয়ে ফকিরটাকে দেবার জন্য দরজা খুলতেই চিৎকার করে উঠে সে,

ও মা, তুই? বলে চিৎকার করে ইমনকে জড়িয়ে ধরে সে।

মনোয়ারা বেগম রান্না ঘর থেকে মেয়ের চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, ব্যাপারখানা কি? র‍্যাব আসার পর যদিও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছটা উন্নতি হয়েছে, তবুও সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। মাঝখানে কারা সারা দেশে বোমা ফাটালো। গত সাপ্তাহে সন্ত্রাসীরা পাশের বাসার ইসমত সাহেবের কাছ থেকে দু লাখ টাকা ছিনতাই করেছে। বাসাতে ওদের হামলা করার ঘটনাও শুনা যায় মাঝে মধ্যে।

ভয়ে তাড়াতাড়ি চুলা বন্ধ করে দরজায় এসে ছেলেকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তারপর ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন ময়লা হাতেই। ইমনের সুন্দর শার্টটা হলুদ মেখে একাকার।

খবর নেই, বার্তা নেই, তুই হাজির হলি কোত্থেকে? সব খবর ভাল তো? আসবি, একটা খবর দিয়ে আসবি না। পরশুওতো বললি, আসতে পারবিনা। ছুটি পাবি না। ক'টার ফ্লাইটে এলি। এয়ারপোর্ট থেকেও তো ফোন করতে পারতি। আমরা গিয়ে নিয়ে আসতাম।

ছেলের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বন্ধনহীন স্রোতের মত মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

আসবার কোন প্ল্যান ছিলনা মা। তোমাকে তো বলেছি, অফিসের কাজে পাঁচ দিনের জন্য ব্যাংকক এসেছি রোববার রাতে। সেখান থেকেই তোমাদের সাথে কথা হল পরশু। কাজ শেষ হবার কথা ছিল শুক্রবার। সেদিন রাতেই সিডনী ফেরার কথা ছিল। ভাগ্য ভাল, সিষ্টেমের সমস্যাটা

তাড়াতাড়িই ধরা দিয়ে দিল। পাঁচ দিনের কাজ তিন দিনেই খতম। বুধবারেরই কাজ শেষ করে ফেললাম। পরদিন ফেরত যাবার বুকিং পাচ্ছিলাম না।

আমাদের কপাল ভাল, তাই বুকিং পেলি না। নীতু বলে উঠল।

ঠিক বলেছিস। ভাবলাম, দু দিন ব্যাংককে বসে না থেকে তোমাদের দেখে গেলে কেমন হয়? নতুন চাকরী বলে ছুটিও পাওনা নেই। তবু ভাবলাম, বসকে বলে দেখি। সেদিন বিকেলে বসকে ফোনে বললাম সব। বস এমনিতেই কাজ শেষ হয়ে গেছে শুনে মহা খুশী। বলতেই ছুটি দিয়ে দিলেন। ছুটলাম বিমান অফিসে। ভাগ্য ভাল, টিকেটও মিলে গেল, এসে পড়লাম।

তার মানে তুই শুধু তিন দিনের জন্য এসেছিস? সাড়ে তিন বছর পরে এলি, তাও শুধু তিন দিনের জন্যে। অভিমানে কেঁদে ফেলেন মনোয়ারা বেগম।

নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল মা। তবুও তো ভাগ্য, কয়েকটা দিন পেলাম। তবে মা, তিন দিন না। আমাকে সোমবার ভোরে সিডনী পৌঁছাতে হবে। তাই ঢাকা থেকে রবিবার দুপুরে গেলেও চলবে। সে ভাবেই বিমানে বুকিং দেয়া আছে।

ঠিক ভাইয়া। হোকনা, তিন দিন, নয় চার। তবুওতো এতদিন পর তোর দেখা মিলল। সায় দেয় নীতু।

বাবাকে বলিস না। আমি এখন বাবার অফিসে হাজির হয়ে বাবাকে চমকে দেব। ইমনের চোখে দুষ্টামির হাসি।

সে সুযোগ আর পাচ্ছিস কই? বাবাতো অফিসের কাজে গতকাল রাঙ্গামাটি গেলো। ইমনের উৎসাহে পানি ঢেলে উত্তর দেয় নীতু।

ধুর। বাবা রাঙ্গামাটি যাবার আর সময় পেলনা। চুপশে যায় ইমন।

তোর বাবা তো আজকাল রাঙ্গামাটিতেই থাকে বেশীর ভাগ। সেখানে বিদেশী ফলের চাষ হচ্ছে। ওসব কাজের দেখাশোনার জন্য তোর বাবার বেশীরভাগ সময় থাকতে হয় ওখানে। যা তুই গোশল করে কাপড় চোপড় বদলে আয়। ততক্ষনে আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে।

-২-

খাওয়ার টেবিলে মনোয়ারা বেগম, ইমন আর নীতু।

ভাইয়া, ব্যাংকক কেমন দেখলি?

থাকলাম মাত্র তিন দিন। দেখার আর সুযোগ পেলাম কোথায়। তবে মনে হলো, লোকগুলো বেশ ভাল, বেশ বন্ধুপরায়ন। ব্যাংকক আসার আগে একটা থাই শেখার বই কিনেছিলাম। জানিস, ওদেরও আমাদের মত ক, খ, গ, ঘ এসব অক্ষর আছে। ওদের ভাষায় বাংলার মত অনেক সংস্কৃত শব্দও আছে।

তাই নাকি! অবাক হয় নীতু। বাবা বলেছিল, ওরা নাকি পোকা, মাকড়, ইদুর, তেলাপোকা -সব খায়।

কথাটা ভুল না। আমাদের হোটেলের কাছে ফূটপাতে বিকেল বেলা হকাররা খাবার নিয়ে বসে। দেখলাম, ইদুর, তেলাপোকা সবই আছে।

যাঃ, তুই ঠাট্টা করছিস। নীতুর বিশ্বাস হতে চায় না।

না, না, ঠাট্টা না। সত্যি বলছি।

আবার নীরবতা। সবাই খেতে থাকে।

ভাইয়া, আর কটা দিন থাকলে অতসীর বিয়ে টা খেয়ে যেতে পারতি। নীরবতা ভাঙ্গে নীতু।

কোন অতসি?

এই সাড়ে তিন বছরে তুই দেখি সব গিলে বসে আছিস। সেলিমের বোন অতসি। মনোয়ারা বেগম বলে উঠেন মাঝখানে।

ও, সেই অতসি। এই সেদিন বেনী দুলিয়ে স্কুলে যেত। বলে উঠে ইমন।

আর তোরা ওকে দেখার জন্য বিকেল বেলা হা করে বসে থাকতি ইদ্রিসের চা দোকানে। ফোড়ন কাটে নীতু।

কক্ষনো না। ওটা ছিল মজিদ এ'র কাজ। হাসি মুখে উত্তর দেয় ইমন। তবে বেশ সুন্দরী ছিল মেয়েটা।

তাইতো পটাপট ওরও বিয়ে হয়ে গেল বড় বোনের মত। যোগ দেন মা।

মা, বাবা ফিরবেন কবে? প্রসঙ্গ পাল্টায় ইমন।

বলে তো গেল শনিবার, মানে পরশু দিন ফিরবে। তবে, তোর বাবার কি কথার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে? একবার পুরো সাত দিন দেরী করে ফিরলো। বৃষ্টি বন্যায় নাকি ভুমি-ধ্বস হয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটু আগে রাঙ্গামাটিতে অফিসে ফোন করেছি। তবে, তোর বাবার সাথে কথা হয়নি। ও বাগানে। যেখানে ফলের বাগান, সেখানে মোবাইল কাভারেজ নাই, তাই মোবাইলে কথা বলা গেল না। অফিসে বলে রেখেছি, তোর বাবা ফিরে আসলে বাসায় ফোন করার জন্য।

মা, বাবা ফোন করলে বলে দিও, পারলে কালকেই ফিরতে। কতদিন বাবাকে দেখিনি। আমার রবিবারের দুপুরের ফ্লাইটে অবশ্যই ফিরতে হবে। নতুন চাকরি। একটু এদিক ওদিক হলে .....।

নইলে চলনা, আমরা সবাই মিলে রাঙ্গামাটি চলে যাই। তোর বাবা কতদিন বলেছে যাওয়ার জন্য। কাজ কর্মের ঝামেলায় যেতে পারিনি। চল, এ সুযোগে তোর বাবার প্রজেক্টটাও দেখে আসা যাবে আর একটু বেড়ানোও হয়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বুকে বিদেশী ফলের বাগান। তোর ভাল লাগবে। মনোয়ারা বেগম প্রস্তাব দেন।

চল, চল। আমি রাজী। ইমন লাফিয়ে উঠে। কিন্তু যেতে আসতেইতো সময় চলে যাবে, ওখানে বেড়াবো কখন? ইমনের কন্ঠে আশা ভঙ্গের বেদনা।

আর আমিও অতসির বিয়ের যোগাড়যন্ত্র ফেলে যেতে পারবোনা মা। নীতুও উত্তর দেয়। তুমি তো জান মা, ও আমার উপর সব দায়িত্ব দিয়ে বসে আছে!

না মা, আমারও বোধ হয় এ যাত্রায় আর রাঙ্গামাটি দেখা হবে না। সবটা ছুটি পথে কাটিয়ে দিলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করবো কখন?

বলনা, বান্ধবীদের সাথেও দেখা করবি কখন? এ জন্যই যেতে চাস না। এত দিন পরে এলি, ওদের সাথে দেখা না করে কি আর যাবি? ভাই এর দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে নীতু।

সাড়ে তিন বছরে তুইতো বেশ পেকে গেছিস দেখছি। কপট রাগ দেখায় ইমন। আমার কোন বান্ধবী, ফান্ধবী নেই।

বান্ধবী থাকলে দোষের কি? তোর বয়স হচ্ছেনা। পছন্দের কেউ থাকলে বল, আমরা ব্যাবস্থা করি। আর না থাকলেও বল, আমরা মেয়েটেয়ে দেখি। গলায় বেশ সিরিয়াসনেস মনোয়ারা বেগমের।

এখন ওসব বাদ দাও তো মা। নতুন চাকরী। আগে একটু চাকরীতে পাকাপোক্ত হয়ে বসি, তারপর দেখা যাবে। আর এখন আমার সময় কই? আছি তো মাত্র তিনটা দিন।

মনোয়ারা বেগম উঠে যান বাসন কোসন গোছানোর জন্য।

ভাইয়া, ওখানে আবার কাউকে রেখে আসিসনি তো?

হ্যাঁ, এসেছি, তাতে তোর কি? বেশ ভারিক্ষি শুনায় ইমনের গলা। পরক্ষনে গলা স্বাভাবিক করে বলে, নারে, পড়াশুনা আর রেষ্টুরেন্টের প্লেট আর পাতিল ধোবার পর তার আর অবকাশ পেলাম কই?

ভাইয়া, সত্যি ওখানে তুই পাতিল মেজেছিস? দেখি দেখি, তোর হাতটা দেখি।

সত্যি নয়তো কি? দু হাত এগিয়ে দেয় ইমন। আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যারা বিদেশে পড়তে যায়, ওদের বেশীরভাগকেই ওসব কাজ করতে হয়। অবশ্য যারা স্কলারশীপ নিয়ে যায়, ওদের কথা আলাদা। কাজ না করলে কোর্স ফির টাকাটা আসবে কোত্থেকে? তুইতো জানিস, বাবা কত কষ্ট করে, এক সিমিষ্টারের ফি দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বাবার সামান্য রোজগারে ওনার পক্ষে আমাকে আর কিছু দেবার উপায় ছিলনা। সেই চিন্তা আমার প্রথম থেকেই ছিল। তাই শুরু থেকেই চেষ্টা করেছি, যেন বাবার কাছে আর হাত পাততে না হয়। অবশ্য সে সব দিনগুলো এখন অতীত। মাস তিনেক আগে পি,ডব্লিউ,সি'র চাকরীটা পেয়ে বেঁচে গেছি।

পাতিল মাজার কাজটা কি খুব কষ্টের ভাইয়া?

প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। তার পর আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেল। আর ওসব দেশে তো সিষ্টেম অন্য রকম, ডিশ ওয়াসার আছে। তবুও...।

তোকে নিয়ে বাবার আর চিন্তা করতে হয়নি। বাবা আর মার তোকে নিয়ে খুব গর্ব। যাক, ওসব বলে তোকে আর ফুলাতে চাই না। ভালই হলো, তুই যখন ফিরে আসবি, বুয়া না এলেও মায়ের অসুবিধা হবেনা। হাসতে হাসতে বালে নীতু। রান্না শিখিসনি?

শিখিনি মানে? আমি এখন বিফ কারী এক্সপার্ট। আমার হাতের গরুর গোস খেলে পাগল হয়ে যাবি। আর ডাল রান্না তো আমার কাছে ডাল-ভাত। এমন কি পোলাও পর্য্যন্ত রাঁধতে পারি।

যাক, ভালই হলো। ভাবী এলে ওর আর রান্না ঘরে না ঢুকলেও চলবে। ভাইয়া, তুই ফিরবি কবে?

জানিনা রে।

বলিস কি? তুই কি আর দেশে ফিরে আসবিনা?

আসতে তো চাই, কিন্তু দেশের যে অবস্থা, তাতে কি করে ফিরি বল। চাকরী নাই, নিরাপত্তা নাই। ওখানে যা হোক, একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হয়েছে।

নারে, দেশ এখন আর আগের মত নেই। র‍্যাব আসার পর সন্ত্রাস অনেক কমে গেছে। লোক জন নির্ভয়ে রাস্তায় বেরুতে পারছে। বিদেশ থেকে ফেরৎ এসে মানুষ নিত্য নতুন ব্যাবসা চালু করছে। বিদেশের সব জিনিষই এখন ঢাকায় পাওয়া যায়। তোরা সবাই মিলে ফিরে আসলে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্হিতির একটু উন্নতি হলে দেশের চেহারা বদলে যাবে। মনোয়ারা বেগম বলতে থাকেন।

তোকে নিয়ে বাবা-মার খুব চিন্তা। একলা একলা কষ্ট করছিস। নীতু যোগ দেয়।

কষ্ট কিসের? ওসব দেশে সব কিছু নিয়ম মাফিক চলে। তাই কোন কিছু নিয়ে বেগ পেতে হয় না।

তবুও। একলা থাকা কি কম কষ্ট? সিরিয়াসলি বলছি ভাইয়া, এসেছিস যখন, একটা বিয়ে করে বউ নিয়ে যা। সময়ে না কুলালে অন্ততঃ কাউকে পছন্দ করে যা।

ঠিক আছে, তুই যখন এতই ধরেছিস, তাই হবে। এখনি কাজী ডাক আর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ, কোন মেয়েকে রাস্তায় দেখা যায় কিনা। যাকে দেখা যায়, ওকেই বিয়ে করে ফেলবো। কি বলিস? ইমনের চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

তুই আর সিরিয়াস হলিনা। হাল ছেড়ে দেয় নীতু।

চলবে .....